



আপনি জানেন তো??

শিবের স্নান
মন্ত্র

শবিস্নান মন্ত্র

ইদং স্নানীয়ং জলং ওঁ নমঃ শবিষ্য নমঃ।
ওঁ নমঃ শবিষ্য নমঃ।।

ওঁ সর্বায্য কৃষ্ণতি মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ ভবায্য জল মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ রুদ্রায্য অগ্নি মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ উগ্রায্য বায়ু মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ ভীমায্য আকাশ মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ পশুপত্যায্য যজমান মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ মহাদেবায্য সোম মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।
ওঁ ইশানায্য সূর্য মূর্ত্যয়ে নমঃ ।।

ওঁ নমঃ শবিষ্য ওঁ নমঃ শবিষ্য ওঁ নমঃ শবিষ্য ।।

দুধ, দই, ঘি, মধু ঢালার সময় আলাদা আলাদা শবিসম্ভ্র
দুধ, দই, ঘি, মধু, গঙ্গাজল ও ডাবের জল দযি়ে শবিরে পূজো করতে হয়।
তবে এর সঙ্গে অবশ্য থাকে ধূতরো ও আকন্দ ফুল এবং পাঁচটি ফল ।

দুধ মন্ত্র- ওঁ হট্টা ঈশানায্য নমঃ ।
দধিমন্ত্র- ওঁ জট্টাং অঘোরায্য নমঃ ।
ঘৃত মন্ত্র- ও হট্টাং বামদেবায্য নমঃ ।
মধু মন্ত্র- ওঁ হ্রাং সদ্যজাতায্য নমঃ ।

ডাবরে জল মন্ত্র- ওঁ নমঃ শবিায়, নমঃ ।

কোন সমস্যায় কী ভাবে স্নান করাবনে শবিলঙ্গ?

শবিলঙ্গের স্নান করানোর আলাদা আলাদা পদ্ধতি আছে। সেই সব পদ্ধতি মনে স্নান করালে মহাদেবে অত্যন্ত তুষ্ট হন। জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় বিভিন্ন ভাবে শবিলঙ্গকে স্নান করাতো পারেন। কী ভাবে স্নান করাবনে শবিলঙ্গকে, শবিরাত্রির আগে জনে ননি। মহাদেবের আরাধনার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। শবিলঙ্গের ওপর জল বা দুধ ঢেলে মহাদেবের আরাধনা করে থাকি আমরা। তবে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে শবিলঙ্গকে স্নান করানোর পরামর্শ দিয়েছেন জ্যোতিষবিদরা। এর ফলে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান সম্ভব। জনে ননি কোন সমস্যায় কী ভাবে শবিলঙ্গকে স্নান করাবনে।

1. আপনার জীবনে যদি শত্রু থাকে এবং তারা যদি আপনার ক্ষতিকর চেষ্টা করে, তাহলে শত্রুনাশ এর জন্য সরষের তলে ও কালো তলি দিয়ে পারদে শবিলঙ্গ ভালো করে মার্জনা করুন। অথবা গঙ্গা মাটি দিয়ে যে কোনও শবিলঙ্গ পরপর ৫৭ দিন মার্জনা করে তারপর স্নান করান।
2. সুখ ও শান্তির জন্য শবিরাত্রিতে মাসকলাই ডাল একমুঠো শবিরে মাখায় দিন। তার ওপর বলেপাতা দিয়ে গঙ্গা জল ঢালুন। শবিরাত্রি থেকে শুরু করে টানা ১৬ দিন এটি করে যেতে হবে।
3. আর্থিক স্থিতি মজবুত করার জন্য শবিরাত্রিতে সুজরি পায়সে ভোগ দিন। এরপর ওই দিন থেকে টানা ১১টি সোমবার সুজরি পায়সে ভোগ দিয়ে শবিপূজা করুন। উপকার পাবেন।
4. নজিরে বা কোনও নকিটজনরে বয়িতে বাধা থাকলে ১০৮টি বলে পাতার উপর চন্দন মাখন মছিরি লাগিয়ে পারদ শবিলঙ্গ বা যে কোনও নতিয় পূজা শবিলঙ্গের মাখায় দিন এবং ধীরে ধীরে গঙ্গা জল ঢালুন। শবিরাত্রি থেকে শুরু করে টানা ৪৩ দিন এটি করে যেতে হবে। বয়িতে বাধা থাকলে এর ফলে দূর হতে পারে।
5. শাস্ত্র মতে শবিলঙ্গের দুগ্ধ স্নান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচা দুধ দিয়ে শবিলঙ্গকে স্নান করানো হলে জীবনের দুঃখ-কষ্ট অনেক কমে যায়।
6. শবিলঙ্গের শরকরা স্নান জীবনে সুখশান্তির জন্য প্রয়োজনীয়। পরিবারের সব ব্যক্তি বসে গঙ্গা জলে মধু ও চিনি মিশিয়ে শবিলঙ্গকে স্নান করান। এর ফলে পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন হবে। এছাড়া আখরে রস দিয়েও শবিলঙ্গকে স্নান করালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং প্রমেকি-প্রমেকির মধ্যে মধুর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।
7. শাস্ত্র মতে শবিলঙ্গের পঞ্চামৃত স্নান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুধ, দই, মধু, গঙ্গাজল একসঙ্গে মিশিয়ে স্নান করালেও সঠিক বৃদ্ধি হয়।
8. যে কোনও সুগন্ধি দ্বারা শবিলঙ্গকে স্নান করালে তা অত্যন্ত শুভ। যমেন কেওড়া

জল, আতর, গোলাপ জল শবিরে খুবই প্রিয়। সুগন্ধি এগুলি দিয়ে শবিলঙ্গিকে স্নান করাতো পারেন।

9. এছাড়া ধারাস্নানও মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়। এতে জমি, গাড়া, বাড়ি, কোনো-বচোয়, লাভ হয়। প্রত্যেকেবার মহাদেবের স্নান করার পর বলেপাতা দিতে ভুলবেন না।

পূজার সময়ে সোমবারের ব্রতকথা পাঠের মতো করে 'ওঁ নমঃ শবায়, মন্ত্র' পাঠ করত হবো।

